ইমান বাচাতে হলে জানতে হবে

জাতীয়তাবাদ - ইসলাম পালনের অন্তরায়

এ প্রবন্ধে যে বিষয়গুলো থাকছেঃ

- ✍ আসাবিয়্যাত বা জাতীয়তাবাদ কি ?
- ✍ কি উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কিভাবে মুসলিমদের মাঝে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ অনুপ্রবেশ করলো ?
- ✍ ইসলাম ও প্রচলিত জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষ যেখানে
- ✍ প্রচলিত জাতীয়তাবাদ লালনের পরিনতি কি?
- ✍ ইসলামি জাতীয়তাবাদ বা মুসলিম উম্মাহ কন্সেপ্টের পরিচয়
- ✍ ইসলামি জাতী গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ।

বিঃ দ্রঃ টাইপে ভুল থাকতে পারে ,কারো চোখে পরলে জানিয়ে বাধিত করবেন ভবিষ্যতে সংশোধন করা হবে। ইংশা আল্লাহ

মাওলানা মুহাঃ তানভীর হাসান আল-মাহমুদ

অনার্স-আল হাদীস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ,ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়া।
কামিল-তাফসীর বিভাগ- ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়।
পরিচালকঃ কার্য নির্বাহী পরিষদ- হযরত হাতেম আলী রহঃ ফাউন্ডেশন (HARF)

দ্বীনি সাহায্যঃ ২০/=

মুখবন্ধঃ

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-
اَللهُمّ صَلّ وَسَلّمْ عَلى مُحَمّدٍ وَعَلى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّيْن

ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্মই প্রথা সর্বস্ব ধর্ম। ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মই মানুষের যাবতীয় চাহিদা পূরণে সঠিক নির্দেশনা প্রদান বা বিধান প্রদানে অক্ষম। ইসলাম কোনো প্রথা সর্বস্ব ধর্মের নাম নয়; বরং ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। প্রচলিত মন্ত্র-তন্ত্র ও মতবাদের সাথে ইসলামের মূল পার্থ্যক্য হলো ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যেখানে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় চাহিদা পূরণের সঠিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে। ব্যক্তি,সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে মানব কল্যাণে ইসলামের সফলতা প্রমাণিত।ইসলাম মানুষের ব্যক্তি জীবন, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ণ করেছে। মানুষের জীবনে এমন কোনো বিষয় নাই যে বিষিয়ে ইসলাম সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করেনি। পক্ষান্তরে ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মই, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ বিধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা ১৬শ শতকের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় যাজকগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে বৈষম্যের জন্ম দিয়েছিলো। রাষ্ট্র পরিচালনায় খ্রিষ্টধর্ম ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ায় পশ্চিমা জনতা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে । যার ফলে তারা ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন শুরু করে যা **প্রোটেস্টান্ট সংস্কার-আন্দোলন বা** (Protestant Reformation) নামে পরিচিত। এ আন্দোলন এক পর্যায়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপ নেয়, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের হতাহতের মধ্য দিয়ে ত্রিশ বছরের (Thirty Years' War ১৬১৮ - ১৬৪৮) দীর্ঘ যুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধ শেষে সর্ব প্রথম ইউরোপে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে দেয়া হয়। শুরু হয় মানব রচিত ব্যবস্থাপনা গণতন্ত্র। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তিতে উত্থান হয় আধুনিক জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণ মানব রচিত সংবিধানের উপরে নির্ভর করতে বাধ্য হয় । একই সময়ে ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা খিলাফাতের অধীনে ইসলামি জাতীয়তার চেনতা নিয়ে মুসলিমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করে। সাম্যের ভিত্তিতে ইনসাফের রাষ্ট্র পরিচালিত করে। একই সময়ে খ্রিষ্টধর্মের ব্যর্থতার বিপরিতে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার সফলতা দেখে ☞ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। যা খ্রিষ্টান সহ বিজাতীরা মেনে নিতে পারেনি। ফলে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করতে ব্রিটিশদের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রের দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা হয়। যার মধ্যে অন্যতম মূল এজেন্ডা ছিল-

✍মুসলিমদের ঐক্যের চেতনা মুসলিম উম্মাহ কন্সেপ্ট বা মুসলিম জাতীয়তার চেতনা মুছে দেয়া।

✍ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা খিলাফতকে বিলুপ্ত করা।

✍ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা।

✍মুসলিমদের ভিতর বহু উপদল তৈরি করে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যকে বিনষ্ট করা ।

✍মুসলিম শাসকদের মাধ্যুমে স্বার্থের সংঘাত টিকিয়ে রাখা।

✍ সর্বপরি তাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরবর্তি স্থায়ী রূপদানের জন্য জাতীয়তাবাদের চেতনার নামে মুসলিমদে বিভক্তিকে স্থায়িত্ব দেয়া।

✍ তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইসলামি সংস্কৃতির পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের আড়ালে নিজস্ব সংস্কৃতির নামে, শিরক ও কুফর মিশ্রিত সংস্কৃতির দ্বারা মুসলিমদের শিরক ও কুফরে পূণরায় লিপ্ত করা। পাশাপাশি পশ্চিমা কালচার বা সংস্কৃতিতে মুসলিমদের সন্তানদের অভ্যস্থ করে তোলা।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো! তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য পরবর্তিতে খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যর্থতার দায় ইসলামের উপরেও চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে পৃথক করে ব্যক্তি জীবনের ঐচ্ছিক অনুশিলনের ক্ষেত্র বানানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে যা আজও চালাচ্ছে। প্রতিবাদ করলে মৌলবাদি বলে গালি দিচ্ছে।

আজ বিজাতীয় মতবাদ "জাতীয়তাবাদ" ইসলামকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। সকল মুসলিমকে আল্লাহ এক জাতি হিসেবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে ফরজ করেছেন। সকল মুসলিমকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্ত আজ আল্লাহর সন্তুষ্টির বিপরিতে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ সর্বত্র প্রাধান্য পাচ্ছে। ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা আজ মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েগেছে! আজ মুসলিমরা আমি বাঙালি ,আমি আরবি,আমি ইরানি,আমি মিশোরি, আমি তুর্কি,আমি পাকিস্তানি, আমি ভারতি এ ধরনের জাহেলি স্লোগান নিয়ে বেশী গর্ববোধ করছে। ইসলাম এসে যেই আসাবিয়্যাত তথা জাতীয়তাবাদকে নির্মূল করেছে সেই জাতীয়তাবাদই আজ মুসলিমদের হৃদয় জুড়ে বাসা বেধেছে। আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে পাআশ কাটিয়ে ইসলামি জাতিয়তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বড় গলায় যেই মুসলিমরা নিজেদের বাঙালি,হিন্দুস্তানি,পাকিস্তানি,আফগানি আরবি ইত্যাদি বলে পরিচয় দিচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো কথিত সেই মুসলিমকেই কবরে রাখার সময় বলা হচ্ছে بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ الله অর্থাৎ আল্লাহর নামে রাসূলের মিল্লাত বা জাতীতে রেখেগেলাম ! যার সারাটা জীবন কেটেছে ইসলামের বিপক্ষে , যে ব্যক্তি নিজেকে ইসলামি জাতী বা মুসলিম উম্মাহর সদস্য না বলে ভিন্ন জাতীর বলে পরিচয় দিত। যার কাছে নবীর সুন্নাহ ইসলামি সংস্কৃতি ব্যাকডেটেড মনে হতো । যার জীবনটা আল্লাহর রাসূল সঃ ইসলামি জাতীর সদস্য হিসেবে আল্লাহর বিধানে চালাতে বলেছিলেন । জীবনের সময়টুকু আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে কিনতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সে নিজেকে বিক্রি করেছে পশ্চিমাদের তৈরি জাতীয়তাবাদ ও শিরক কুফর মিশ্রিত মতবাদ এবং সংস্কৃতির কাছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো সেই পচা গন্ধ ওয়য়ালা লাস দিয়ে আল্লাহর রাসূল সঃ কি করবেন? হে যুবক- যুবতি, হে ভাই হে প্রিয় মন নিজেদের বিবেকের কাছে এই প্রশ্নগুলো করুন। ইংশা আল্লাহ আপনি রাস্তা পেয়ে যাবেন।

বর্তমান সময়ে ইমান রক্ষা করতে হলে অবশ্যই আপনার জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা জরুরী। তাই এ বিষয়কে প্রতিপাদ্য করেই আজকের প্রবন্ধ।

এ প্রবন্ধে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করবোঃ

✍আসাবিয়্যাত বা জাতীয়তাবাদ কি ?

✍কিভাবে তা মুসলিমদে মাঝে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ অনুপ্রবেশ করলো ?

✍ইসলামের সাথে প্রচলিত জাতীয়তাবাদের সংঘাতইবা কোথায়?

✍প্রচলিত জাতীয়তাবাদ লালনের পরিনতি কি?

✍ এছাড়াও ইসলামি জাতির পরিচয় , ইসলামি জাতী গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ

জাতীয়তাবাদঃ

বংশ ,ভাষা,ধর্ম,মানসিক ধারণা, অভিন্ন শাসন সহ জাতীয়তাবাদের বেশ কিছু উপাদান থাকলেও- জাহেলিয়্যাতের জমানায় ও বর্তমানে প্রধানত দুই ধরনের জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য করা যায়।

১। গোত্র ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ২। আঞ্চলিক সীমারেখা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ।

এ ছাড়াও ভাষা কেন্দ্রিক জাতিয়তাবাদের মৌখিক প্রচলন থাকলেও বর্তমানে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের মতো তার অত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়না ।

১। গোত্র ভিত্তিক জাতীয়তাবাদঃ জাহেলিয়্যাতের জমানার গোত্রীয় জাতীয়তাবাদ প্রচলিত ছিল। জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্য গোত্রের গৌরব ও অগৌরবকে কেন্দ্র করে সেই গোত্র বা সম্প্রদায়ের মানুষের অন্তরে যে উল্লাস, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, অনুভূতি, গোত্রীয় চেতনা, আত্মমর্যাদা ও আত্মাভিমান সঞ্চারিত হয়ে যে গোত্রীয় চেতনা তৈরি হয়েছিল তাই মূলত গোত্রীয় জাতীয়তাবাদ। প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব রীতি নীতি ও সংস্কৃতি ছিলো। বর্তমানে আফগানিস্তানের কিছু অঞ্চলে গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। জাহেলিয়্যাতের জমানায় আরব সহ পৃথিবীর বহু স্থানে গোত্র ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা ছিলো, যার ফলে গোত্রীয় জাতীয়তাবাদ ব্যপকতা লাভ করে। পুর্ব পুরুষের শুরু করা যুদ্ধ বিগ্রহ কিংবা খুনা-খুনি গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলতো। গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে অশান্তি রাহাজানি লেগেই থাকতো । দেখাযেত দুই গোত্রের দুই জন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ঝগড়াকে কেন্দ্র করে উভয় গোত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পরতো, ন্যায় কিংবা অন্যায়ের বাদবিচার না করে প্রত্যেকে তার বংশের লোকের পক্ষে দাড়ানোকে জাতীয়তাবোধ থেকে কর্তব্য মনে করতো। রক্ত ঝড়ানোর প্রবাহ কারো দ্বারা শুরু হলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তা বয়ে বেড়াতো। বাবা খুনের আসামি হলে তার ছেলের রক্তও হালাল মনে করা হতো , এমনকি দাদার অন্যায়ের প্রতিশোধ নাতির কাছ থেকেও নেয়া হতো। উদাহরণ স্বরুপ ৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে ওকাজ মেলার ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ও কাব্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পবিত্র জিলকদ মাসে মক্কার কোরাইশ ও হাওয়াজিন গোত্রের মধ্যে সংগঠিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা বলা যায়। এছাড়াও মাদীনায় আউস এবং খাজরাসের মধ্যে চলা যুদ্ধ ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম খুনাখুন-রক্তারক্তির ইতিহাস গোত্রীয় জাতীয়তাবাদেরই কালো অধ্যায়ের সাক্ষ্যি। এভাবে বহু উদাহণ দেয়া যায়। কিন্তু ইসলাম এসে গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের জাহেলিয়্যাতের মূলে আঘাত হানে। গোত্র, অঞ্চল কিংবা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওয়ঠা জাতীয়তাবাদকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে।

আধুনিক জাতীয়তাবাদঃ কালের আবর্তে জাতীয়তাবাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে । বর্তমানের জাতীয়তাবাদ মূলত নির্দিষ্ট সীমারেখা মানচিত্র কেন্দ্রীক। প্রচলিত আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায়, সীমারেখার অধীনে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মনে তার স্বদেশের তথা মাতৃভূমির গৌরব ও অগৌরবকে কেন্দ্র করে সেই দেশের মানুষ বা জাতির অন্তরে যে উল্লাস, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, অনুভূতি, জাতীয় চেতনা, আত্মমর্যাদা ও আত্মাভিমান সঞ্চারিত হয় এবং যে সংস্কৃতি লালন করে তাকেই জাতীয়তাবাদ বলে । যেমন আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে বিজয়ী দেশগুলির সমর্থকদের বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস দেখা যায়, তেমন

বিজিত দেশগুলির সমর্থকদের মধ্যে দেখা যায় সীমাহীন বিষাদ ও হতাশা । দেশের প্রতি এই মমত্ববোধ ও একাত্মতা, অন্য দেশের নাগরিকের চেয়ে নিজ দেশের নাগরিকের সম্মান ও জীবনের মূল্য অধিক মনে করা ইত্যাদি জাতীয়তাবাদের উদাহণ বলা যায়। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ শিক্ষা দেয় সীমান্তের এপারে দাঁড়ানো মানুষটার জীবনের মূল্য সীমান্তের ওপারে দাঁড়ানো মানুষের থেকে বেশী। উদাহরণ স্বরুপ বলাযায় সীমান্তে গোলাগুলিতে নিজদেশের সৈনিক প্রতিবেশী দেশের একজন নিরীহ নাগরিককে হত্যা করলো, কিন্তু হত্যাকারি সৈনিকের দেশের মানুষের একধরণের অন্ধ সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। এটাই জাতীয়তাবাদের চরিত্র। প্রচলিত আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ মূলত পশ্চিমাদের তৈরি একটি ধারণা। এবং এটি উস্কে দেয়া হয় মূলত খিলাফতকে বিলুপ্ত করে মুসলিম ভূখন্ডকে টুকরো টুকরো করার জন্য। আমি সামনে সে সম্পর্কে আলোকপাত করবো। ইংশাআল্লাহ। জাতীয়তাবাদের প্রভাবেই অধিকাংশ যুদ্ধগুলো সংগঠিত হয়েছে; এমনকি বিশ্ব যুদ্ধেরও মূল কারণ ছিল জাতীয়তাবাদ।

ইসলামি জাতীয়তাবাদের পরিচয়ঃ

মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামি জাতী বলতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্দেশে পৃথিবীতে বসবাসকারি তাওহীদের ভিত্তিতে মানসিক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ সকল জনসমাজকে বুঝায়। যাদের জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা । এবং সে লক্ষ্যে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভকরা।াআল্লাহর বিধানের কাছে নিজেদের আকাঙ্খাকে সমর্পণ করার কারণে ইসলামি জাতীর প্রতিটি সদস্যকে মুসলিম (অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারি) নামে অভিহিত। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বিধায়, এর অনুসারী ইসলামি জাতী অবশিষ্ট সকল জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে নিজেদেরকে মুক্তরাখে। **এক কথায় পৃথিবীতে বসবাসকারী তাওহীদপন্থি ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী সকল মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ রূপই হলো মুসলিম উম্মাহ বা ইসলামি জাতি। যারা প্রত্যেকে আল্লাহ ও রাসূল সঃ কর্তৃক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ইসলামের স্বকীয়তা রক্ষার মানসিকতা,অনুভুতি ও আকাঙ্খার নামই ইসলামি জাতীয়তাবাদ।**

কে হবে ইসলামি জাতীর সদস্যঃ যে আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদে বিশ্বাসী হবে। ইমান এনে অন্যান্য মুসলিমদের ন্যায় সালাত আদায় করবে , কা'বা কে কেবলা বানাবে , আল্লাহ যা হালাল করেছে তা গ্রহণ করবে, যা হারাম করেছে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে; সেই মুসলিম হিসেবে ইসলামি জাতীর সদস্য হবে। তাকে পুরো মুসলিম উম্মাহ নিজেদের ভাই করে নিবে। সে অন্য সব সাধারণ মুসলমানের মতোই সমান অধিকার ভোগ করবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ

আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সেই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র যিম্মাদারীতে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৯১, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৩৮৪,হাদিসের মান: সহিহ)

মুহাদ্দিসীনে কিরাম এই হাদীসসের ব্যাখ্যায় শর্ত উল্লেখ করেছেন, **তবে কখনো তার দ্বারা কুফর সাব্যস্ত হলে, সেই কুফর থেকে তাওবা করে পূণরায় ইমান না আনলে সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবেনা।**

ইসলামি জাতি গঠনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানঃ

মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামি জাতীর জন্য কিছু গুনাবলি অর্জন করাকে আল্লাহ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এখানে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পাঠকের সুবিধার্থে আলোচনা করছি ।

ইসলামি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো তাওহীদঃ ইসলামী জাতীয়তাবাদে ইসলামী আদর্শের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেশ , জাতি , বর্ণ , ভাষাগত পার্থক্য ইত্যাদির উর্দ্ধে থাকবে তাওহীদ । মহানবী (সঃ) এ সম্পর্কে ইরশাদ করেনঃ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاَتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ "

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং আমাদের ক্বিবলাহ্‌কে নিজেদের ক্বিবলাহ না মানবে, আমাদের নিয়মে যবেহকৃত পশু না খাবে এবং আমাদের সলাত না পড়বে। তারা এগুলো করলে তাদের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করা আমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে কোন অপরাধের কারণে ইসলামী বিধানে তাদের শাস্তি হলে তা ভিন্ন কথা। (তারা মুসলিম হলে) মুসলিমদের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তারাও ভোগ করবে এবং মুসলিমদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তাদের উপরও বর্তাবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৬৪১ হাদিসের মান: সহিহ)

সকল মুসলিমদের একতাবদ্ধ হওয়াঃ ইসলামি জাতীর সদস্য সকল মুসলিমের জন্য একতাবদ্ধ হওয়াকে আল্লাহ ফরয করেছেন। যেই কন্সেপ্টকে কেন্দ্র করে মুসলিমরা একত্রিত হবে, সেই কন্সেপ্টের নাম হলো “মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামি জাতি”। যে জাতির সদস্যদের আল্লাহ এবং তার রাসূল সঃ ভ্রাতৃত্বের মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। এই ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে ধারণ করা ফরজ। তাওহীদের ভিত্তিতে সকল মুসলিমকে একতাবদ্ধ হওয়াকে আল্লাহ ফরয করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেন-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থাৎ আল্লাহর রশিকে (অর্থাৎ তাঁর দ্বীন ও কিতাবকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিভেদ করো না। (সূরা আল ইমরান – ১০৩)

এখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহ তার রশিকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধরতে বলেছেন, আল্লাহ কি আসমান থেকে কোনো রশি ফেলেছেন? না ফেলেননি! এ রশি হলো আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব কুরআন এবং তার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। ইসলাম ও কুরআনের প্রধান বুনিয়াদ হলো তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ অর্থাৎ আল্লাহ তাওহীদকে কেন্দ্র করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন এবং এটা ফরয

করেছেন। যারা আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মানে , হযরত মুহাম্মাদ সঃ কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে। এক কথায় যে মুসলিম তাকেই ইসলামের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে এক ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ঐক্যবদ্ধ প্রাচীর গড়ে তোলাঃ

عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ". وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

আবূ মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, এক মু’মিন আর এক মু’মিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ আর এক অংশকে সুদৃঢ় করে। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৪৪৬ ,হাদিসের মান: সহিহ হাদিস)

নবীয়ে আকদাস (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামি জাতির একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে- সম্মিলিত মুসলিম শক্তির গুরুত্বারোপ করেছেন। কোনো মুসলিম অন্য মুসলিমের বিপক্ষে কাউকে সাহায্যতো করবেই না ; বরং কেউ বিপদে পরলে বা ইসলামের উপরে আঘাত আসলে বাকি সকলে সামর্থ অনুযায়ী একত্রিত হয়ে জালিমকে মোকাবেলা করবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে গিয়ে সকল মুসলিম উম্মাহ মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। প্রাচীর একটি ইট যেমন অন্যটিকে শক্তিশালী করে। কুফুরি শক্তির মোকাবেলায় মুসলিমরাও ঠিক তেমনই শিসাঢালা প্রাচীর ন্যায় রুপ নিবে।

ভ্রাতৃত্বঃ মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামি জাতিকে শিসাঢালা প্রাচিরে রুপ দিতে হলে তাদের মধ্যে প্রথমে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব গড়ে দিয়ে এরশাদ করেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলিম ভাই-ভাই। (সূরা হুজরাত,আয়াতেঃ১০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুল্ম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৪৪২ হাদিসের মান: সহিহ)

“মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামি জাতি”র এক ধর্ম এক জাতি কন্সেপ্টকে সামনে রেখে মুসলিমরা একত্রিত হবে। ইসলামি জাতির সদস্য সকল মুসলিমকে আল্লাহ এবং তার রাসূল সঃ ভ্রাতৃত্বের মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। এই ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে ধারণ করা ফরজ। নিজের আপন ভাইয়ের জন্য হৃদয়ে

যেমন টান অনুভুত হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের বানিয়ে দেয়া ভাইদের জন্যও হৃদয়ে তেমন দরদ তৈরি করতে হবে। কোনো মুসলিম তার ভাইকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবেনা অর্থাৎ কোনো মুসলিম মাজলুম হলে তার সাহায্যে বাকি মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বৃহৎ ঐক্যের স্বার্থে একজন মুসলিম তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের ব্যক্তিগত ত্রুটিগুলো গোপন রেখে যদি সংশোধনের উদ্যোগ নেয় ,তার কল্যাণ কামনা করে তাহলে আল্লাহ কিয়ামতে ঐ ত্রুটি গোপনকারি মুসলিমের ঐরকম বহু গুনাহ থেকে পরিত্রাণ দিবেন।

পরিশুদ্ধ অন্তরে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাঃ মুসলিম ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তা সুরক্ষিত রাখতে প্রত্যেক মুসলিমকে অন্তরের অসৎ স্বভাব তথা মুহলিকাত মুক্ত হতে হবে, এবং ইসলামের সূত্র ধরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে চলো। কারণ অনুমান বড় মিথ্যা ব্যাপার। আর কারো দোষ খুঁজে বেড়িও না, গোয়েন্দাগিরি করো না, পরস্পরকে ধোঁকা দিও না, আর পরস্পরকে হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষন করো না এবং পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বরং সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৬৬ ,ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৫২৭ হাদিসের মান: সহিহ হাদিস)

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলকে অন্তরের অসৎ স্বভাব বা মুহলিকাত বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভ্রাতৃত্বের পথে বাধা সৃষ্টিকারি কিছু অসৎ স্বভাবের নামও উল্লেখ করেছেন। যেকোনো মূল্যে এই বাধাগুলো দূর করে - সকল মুসলিমকে পরিশুদ্ধ অন্তরে অন্য মুসলিমদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন। অন্যথায় এই অসৎ স্বাভাবই ভ্রাতৃত্বকে ভেঙে শত্রুতাইয় রুপ দিবে। এই স্বভাবগুলু একে অন্যের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম দেয় যা ঐক্যের পথে সব থেকে বড় বাধা। এছড়াও কিবর তথা অহংকার ,বোগজ তথা অন্তরে শত্রুতা ,গজব তথা রাগ গোস্বা,গীবাত তথা পিছনে দোষ বলে বেড়ানো,শিদ্দাতুল হেরছ তথা অবৈধ লোভ লালসা, কেজব তথা মিথ্যাচার,বোখল,রিয়া,খেয়ানত,গুরুর ইত্যাদি। চরিত্রের এই অসৎ গুনাবলি ভ্রাতৃত্বের পথে একদিকে যেমন বাধা অন্য দিকে এগুলো জাহান্নামিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ফলে মুসলিম উম্মাহ যাবতীয় কাজে আল্লাহর মদদ প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হয়। এই চরিত্রের এই অসৎ দিকগুলো যত কমিয়ে আনা যাবে । উম্মাহর কল্যাণ ও ঐক্যের সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পাবে। ইসলামি জাতি পূণরায় বিশ্ব শাসন করতে সক্ষম হবে।

মুসলিম উম্মাহ হবে এক দেহ এক প্রাণঃ মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতির হতে হবে এক দেহ এক প্রাণের মত, যারা একে অন্যের সুখে যেমন আনন্দিত হবে, ঠিক তেমনি ব্যথিতও হবে একে অন্যের দুঃখে। **পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মাজলুম মুসলিমের আর্তনাদে ব্যথিত করে তুলবে গোটা মুসলিম উম্মাহকে।** রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬০১১, সহিহ হাদিস)।

মুশরিক ও ইয়াহুদিদের হিংস্রতা থেকে বেচে থাকতে হবেঃ সকল নবী-রাসূল (আঃ) গণের কমন দুটি শত্রু হলো ইয়াহুদি এবং মুর্তিপুজারি মুশরিকরা। এদের হাতে বহু নবী লাঞ্চিত হয়েছেন এমনকি হত্যাকান্ডের স্বীকারও হয়েছেন। তা আল্লাহ মুসলিমদের সাবধান করেছেন যেন মুসলিমরা এদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য এদের থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। কারণ ইয়াহুদি ও মুশরিকরা ইসলামি জাতির ক্ষতি করার জন্য সবসময়েই সুযোগ খুজতে থাকে। আল্লাহ সতর্কবাণি শোনান-

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

তুমি অবশ্যই মুসলিমদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে সবাপেক্ষ কঠোর পাবে ইয়াহূদীদেরকে এবং সেই সমস্ত লোককে, যারা প্রকাশ্যে শিরক করে (আল মায়িদাহ – ৮২)

ইসলামি জাতির সমৃদ্ধির পথে সব থেকে বড় দুটি বাধা হলো ইয়াহুদি,মুর্তি পুজারি মুশরিকগণ। অতএব এদের সাথে সম্পর্ক হতে হবে আত্মরক্ষামূলক এবং সাবধানতার। মুসলিমরা অহেতুকভাবে তাদের ক্ষতি করবেনা তারা তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, অধিকার ভোগ করবে কিন্তু অস্থাতেই তাদের সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপন করা যাবেনা।

মুসলিম ভুখন্ডে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ এলো কিভাবেঃ

খিলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের উত্থান যেভাবেঃ রাসূলুল্লাহ সঃ এর পরে হযরত আবুবকর রাঃ এর জমানা থেকে (১৯২৪ সালের ৩ মার্চ) খিলাফত উসমানীয়ার বিলুপ্তি পর্যন্ত, অধিকাংশ বা প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই ইসলামি শাসন ব্যবস্থা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশদের দখলদারিত্বের মূহুর্তেও উসমানীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। উসমানীয় খিলাফতের অঞ্চলের বাহিরে ভারত,আফগান সহ বিভিন্ন স্থানে মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। সালতানাতগুলো সরাসরি খলিফার অধীনে পরিচালিত না হলেও ইসলামি বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতো । এবং সকল সুলতানই মুসলিম জাহানের খলিফাকে মুরুব্বি ও অভিভাবক হিসেবে স্থান দিত। সুলতানের গ্রহণযোগ্যতার জন্য খলিফার অনুমতিব বা স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো। গোটা মুসলিম উম্মাহ খলিফাকে কেন্দ্র করেই ঐক্যবদ্ধ্য থাকতো। মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা এবং মক্কা,মাদীনা ও মাসজীদুল আকসা সহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ইমারতের হিফাজত করা ছিল খলিফার মূল দ্বায়িত্ব । এজন্য লক্ষ্য করবেন যতদিন খিলাফত ব্যবস্থা নামকাওয়াস্তেও টিকে ছিলো ততদিন বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল। বিশ্বের কোথাও কোনো মুসলিম নির্যাতিত হলে খলিফা তার প্রতিকারে পদক্ষেপ নিতেন, ইসলাম ও রাসূল সঃ এর শানে বিশ্বের

কোথাও ষরযন্ত্র হলে তার প্রতিকার করা ছিল খলিফার ফরয দ্বায়িত্ব । তাই মুসলিমদের স্বার্থে আঘাতহানে,এমন যে কোনো পদক্ষেপের মোকাবেলায়, খিলাফতের রাজধানী থেকে জিহাদের ঘোষণা হলে খলিফার নেতৃত্বে সারাবিশ্বের মুসলিমরা একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করতো। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিরা খলিফার নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে সাথে যুক্ত হতো। এক কথায় ক্রুসেড ও কুফরি শক্তির মোকাবেলায় খেলাফত ছিল এক দূর্ভেদ্য প্রাচীর। খলিফাকে কেন্দ্র করেই মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বেচে থাকার স্বপ্ন দেখতো। এমনকি মুঘল শাসনামলেও খুৎবায় নিজ দেশের সুলতানের জন্য দোয়ার পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের খলিফার জন্য দোয়া করা হতো। আলেমরা আম মুসলিমদের খলিফার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করতো। **তাই ক্রুসেডার ,ইয়াহুদি ও কুফরি শক্তির মূল টার্গেটে পরিণত হয় উসমানীয় খিলাফত।** ইয়াহুদি-ব্রিটিশ লবি উসমানীয় খলিফাদের কর্মকর্তাদের মাঝে কিছু উচ্চাকাঙ্খী কর্মকর্তাকে কিনে নেয়। এই কর্মকর্তারা গোপনে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়ে যায় , রাষ্ট্রীয় গোপন নথি ক্রুসেডার-ইয়াহুদি লোবির কাছে তুলে দেয়। এই কর্মকর্তাদের যোগসাজসে খোদ তুরস্কের ভিতরেই যুবকদের খিলাফতের বিরুদ্ধে ভূল তথ্য দিয়ে উস্কে দেয়া হয়। ইয়াহুদি লবির ছায়ায় গোপনে পশ্চিমাপন্থি ইসলাম বিদ্বেষী কথিত সংস্কারবাদি গোপন সংঘ তৈরি করে। এ সংঘের সদস্যরা খিলাফতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা ছড়াতো । এমনকি সরকারি বিভিন্ন স্থাপনায়ও হামলা চালাতো। সব থেকে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো সংস্কার বাদি গোপন সংঘের সদস্যদের বড় একটি অংশ ইমান বিক্রি করা কর্মকর্তাদের যোগসাজশে সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করে। তারা খলিফাকে ভূল তথ্য দিয়ে একদিকে তাকে বিভ্রান্ত করতো অন্যদিকে জনগণকে খলিফার বিরুদ্ধে উস্কে দিতো।

ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি সালতানাতগুলো দখল করে,মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালালে মুসলিম জাহানের খলিফা আব্দুল হামিদ সানী রহঃ তার তীব্র প্রতিবাদ করেন, তিনি উসমানীয় কমান্ডো বাহিনীকে ঝটিকা আক্রমণের নির্দেশ দেন। এতে ব্রিটিশরা আরো নড়ে চড়ে বসে। ক্রুসেডার- ইয়াহুদি লবি কাজে লাগিয়ে সুলতান আব্দুল হামিদকে অভ্যন্তরিন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত করে ফেলেন, বাধ্য হয়ে তাকে সেগুলো মোকাবেলায় সময় ব্যয় করতে হয়। ধারাবাহিকভাবে ষড়যন্ত্রের জাল আরো বিস্তৃত হতে থাকে। সে কারণে, খলিফা আব্দুল হামিদ সানী (রহঃ) সহ উসমানীয় খলিফাগণ ভারতীয় অঞ্চলের মাজলুম মুসলিমদের পক্ষের দ্বায়িত্বপালনে আন্তরিক হলেও তাদের পক্ষে বড় কোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব ছিলনা।

বিভিন্ন মুসলিম ভূখন্ডে ক্রুসেডারদের নির্যাতিন নিপিড়ন দখলদারিত্বের মাঝেও মুসলিম উম্মাহর শান্তনা বা আশার প্রদিপ ছিল ইসলামি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা উসমানিয় খিলাফত। মুসলিমরা আশা দেখতো হয়তো একদিন সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে খিলাফত শক্তিশালি হবে। মুহাম্মাদ আল ফাতিহ এর মতো কোনো খলিফার হাত ধরে মুসলিম ভুখন্ডগুলো স্বাধীন হবে। বিশ্বের সকল প্রান্তের মুসলিমরা ইসলামি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একটি আত্মায় রুপ নিবে।

কিন্তু মুসলিমরা যাতে আর কখনো এক ছাতার নিচে আসতে না পারে সে জন্য ব্রিটিশরা ছদ্মবেশি আলেম ও চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন গোত্রীয় নেতাদের মাধ্যমে আরবের যুবকদের মাঝে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিজ বপন করে। তাদের মগজ ধোলাই করা শুরু করে। তাদেরকে উস্কাতে থাকে- তোমরা আরব, তোমাদেরকে কেন তুর্কিরা শাসন করবে? অথচ রাসূলুল্লাহ সঃ ঘোষণা করে গিয়েছেন أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ "আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই । (বাইহাক্বী, হাঃ ৫১৩৭) । প্রকৃত বাস্তবতা হলো উসমানীয় খিলাফত গড়ে উঠেছিল ইসলামি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। উসমানিয়

খিলাফতের স্বপ্নদ্রষ্টা আর্তুগ্রুল গাজী রহঃ আমরণ মাজলুম মুসলিমদের স্বাধীন ভুখন্ডের জন্য লড়াই করেছেন। আলেমদের জন্য তার ভূমিকে আমান করেছেন। যার নামে খেলাফতে উসমানিয়্যাহ সেই মহাবির উসমান গাজী রহঃ অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহবান মূলক চিঠিতে সুন্নাহ'র অনুকরণে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন, লিখতেন দাওয়াত কবুল করলে নিরাপদ থাকবে অন্যথায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। উসমানীয় খলিফাগণ আরব ও তুর্কিদের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি। ক্রুসেডার ও কুফরি শক্তির আক্রমণ থেকে ইসলামি সম্রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত রাখতে অসংখ্য উসমানিয় সৈন্য জীবন দিয়েছে। হারামাইন শরীফাইন (মক্কা,মাদীনা) ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে নিরাপদ রাখতে তাদের ত্যাগ অতূলনীয়। খলিফা আব্দুল হামিদ আসসানী রহঃ যখন খিলাফতের দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন রাষ্ট্র ঋণের বোঝায় জর্জরিত ছিল। তাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো ফিলিস্তিনে ইয়াহুদীদের বসবাসের অনুমতি দিলে রাষ্ট্রের সকল ঋণ তারা শোধ করে দিবেন। মুসলিম জাহানের খলিফা আমানতের খিয়ানত করেন নি, তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।১৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বহু কষ্ট করে হলেও বাইতুল মুকাদ্দাসকে আগলে রেখেছেন। কোনো উসমানীয় খলিফাই বাইতুল মুকাদ্দাসকে নিয়ে আপোষ করেননি।

খিলাফত ব্যবস্থা বা ইসলামি জাতীয়তাবাদে আরব-অনারব,সাদা-কালো, ধনী গরীব কিংবা বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে কারো সম্মান কমেনা কিংবা বাড়েনা। ব্রিটিশরা আরব জাতীয়তাবাদ গভীরে গেথে দেয়ার জন্য তাদের নিয়ন্ত্রিত এজেন্টদের দ্বারা উসমানীয় সৈন্যদের বিভিন্ন চৌকি,হাজিদের কাফেলা ও রাষ্ট্রীয় স্থাপনায় ছদ্মবেশে হামলা চালাতো। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে উসমানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নিলে, প্রচার করতো উসমানীয়রা আরবদের উপর নির্যাতন করছে। বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের হত্যা করে উসমানীয়দের উপরে দায় চাপাতো। একই সাথে খিলাফতকে টিকিয়ে রাখতে যে সমস্ত শাসক ও গোত্র প্রধানেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারাও ওদের টার্গেটে পরিণত হন। **একই সময়ে ব্রিটিশরা তাদের গোপন সংস্থার মাধ্যমে তুরস্কের যুবকদের মধ্যে প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে তাদের মগজ ধোলাই করে যে, যেই মুসলিম উম্মাহর জন্য তোমরা এত ত্যাগ শিকার করেছো সেই আরব মুসলিমরাই তোমাদের সৈন্যদের হত্যা করছে , তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করছে ! অতএব মুসলিমদের অভিভাবকত্ব করার দরকার নেই বরং তুর্কি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করো।** মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তোমাদের বেগপেতে হচ্ছে! কাজেই খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করো। তাদের মগজে সেট করেদেয় তোমাদের উন্নতির পথে খিলাফত ব্যবস্থাই বাধা। ফলে এক দিকে আরব জাতীয়তাবাদের নামে মুসলিম ভুখন্ড খন্ড বিখন্ড করার প্রক্রিয়া যেভাবে এগুতে থাকে বিপরিতে খিলাফতে উসমানীয়ার প্রশাসন ও সেনা বাহিনীর মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা পশ্চিমা এজেন্টরা গোপনে তুর্কি জাতিয়তাবাদকে জাগিয়ে তুলতে থাকে।

ব্রিটিশদের অন্যতম আঞ্চলিক সহযোগী হোসাইন বিন আলীর বিশ্বাস ঘাতকতা এবং ব্রটিশদের আরেক এজেন্ট আল-সৌদ পরিবারের হাত ধরে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা খিলাফতের কবর রচিত হয়। যার চুড়ান্ত রুপ পায় কামাল পাশার দ্বারা খিলাফতকে পুরোপুরি বিলুপ্তির মদ্য দিয়ে। খিলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসও মুসলিমদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। পশ্চিমারা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিজ বপন করে মুসলিম ভুখণ্ডকে খণ্ড বিখন্ড করে তাদের বহুদিনের আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেয়। পশ্চিমারা শুধু খিলাফতের কবর দেয়নি বরং মুসলিম উম্মাহর মননে মগজে যে জাতীয়তাবাদের নামে বিভক্তির বিষ ঢুকিয়েছে তা আজও মুসলিমদের ঐক্যের প্রধান অন্তরায়। এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের দুর্দশার অন্যতম কারণ।

বিঃ দ্রঃ(উসমানিয় খিলাফতকে ধ্বংস করে বর্তমান সৌদি শাসক আলে সৌদরা কিভাবে খিলাফতের কবরের উপরে ব্রিটিশদের সহযোগীতায় ক্ষমতা দখল করে, তার বিস্তারিত ইতিহাস পড়তে আমার লেখা প্রবন্ধ "জন্ম যাদের আজন্ম পাপ" পড়তে পারেন।)

প্রচলিত জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বড় অন্তরায়ই নয়,বরং জাতীয়তাবাদ ক্ষেত্র বিশেষ মুসলিমকে শিরক ও কুফরের সীমানায় প্রবেশ করিয়ে তাকে ইমান হারাও করে দিতে পারে। তাই প্রতিটি মু'মীনের প্রচলিত জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি জাতীয়তাবাদের মাঝে পার্থক্য বুঝা অত্যন্ত জরুরী।

ইসলাম ও প্রচলিত জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষ যেখানেঃ

জাহেলি যুগে গোত্রীয় জাতিয়তাবাদে আরবরা বিচ্ছিন্ন ছিল। খুন খারাবি,যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল নিত্যদিনের সাথি । কিন্তু ইসলাম এসে তাওহীদের ভিত্তিতে একটি জাতিতে এক অবিচ্ছেদ্ধ বন্ধনে আটকে দিয়েছে। আল্লাহর রহমত মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামি জাতীর মাঝে একের প্রতি অন্যের হৃদয়ে ভালোবাসার সঞ্চার করলেন, আল্লাহর গোলামির সূত্রে ধর্মের ভিত্তিতে তারা একে অন্যের ভাই হয়েগেলেন যা রক্তের সম্পর্কের থেকেও বেশী মজবুত ও স্থায়ী। কিন্তু জাতীয়তাবাদ সেই বন্ধনেই আঘাত হেনেছে। এক আল্লাহ এক রাসূল এক কোরআন এক জাতি কন্সেপ্টকে গুড়িয়ে দিয়েছে।

📖 ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি তাওহীদ। তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইসলামি জীবন ব্যবস্থা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি কাজ, কর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতি সহ যাবতীয় বিষয়ের পূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রতিটি মুসলিমের সভ্যতা,সংস্কৃতি কিংবা তার জীবন ব্যবস্থা কেমন হবে তা বাতিয়ে দেয়ার একমাত্র বৈধ ব্যবস্থাপনা হলো ইসলাম। **কিন্তু জাতীয়তাবাদ এখানে ভাগ বসিয়েছে ! জাতীয়তাবাদ আরব,হিন্দুস্তানী,পার্সি,বাঙালি,ওয়েষ্টার্ণ কালচারের নামে শিরক মিশ্রিত বিভিন্ন সভ্যতা,সংস্কৃতি মুসলিমদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে যা জীবন ব্যবস্থারই অংশ।** অথচ ইসলাম ব্যতীত সকল মন্ত্র-তন্ত্র,ব্যবস্থাপনা আল্লাহর দরবারে পরিত্যাজ্য মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ সু স্পষ্ট হুশিয়ারি দিয়েছেন

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

যে ব্যক্তিই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দীন (জীবন ব্যবস্থা) অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দীন (জীবন ব্যবস্থা) কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে (অর্থাৎ সে জাহান্নামি হবে)। (আল ইমরান – ৮৫)

📖 ইসলাম মানুষকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা,বন্ধুত্ব করতে বলেছে ,ঠিক তেমনি শত্রুতা কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলেছে কেবলই আল্লাহর জন্য। ভালোবাসা কিংবা শত্রুতা ও ঘৃণা সবকিছুই আল্লাহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। হাদীসের পরিভাষায় যাকে হুব্বে ফিল্লাহ ও বুগজে ফিল্লাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেটা আল্লাহর পছন্দনীয় সেটাই আমাদের পছন্দের যেটা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় সেটাই আমাদের অপছন্দের ।

কারণ আমরা সবথকে উত্তম রঙটিই বেছেনিয়েছি। আমাদের ভাগ্য লিখেছি তাওহীদের সাথে। কুরআনে মুমিনের চরিত্র আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন

صِبۡغَةَ اللّٰهِ‌ۚ وَمَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبۡغَةً‌ ۖ وَّنَحۡنُ لَهٗ عٰبِدُوۡنَ

আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই এবাদত করি। (আল বাকারা – ১৩৮)

যে আল্লাহকে ভালোবাসে তাওহীদের বন্ধনকে আকড়ে ধরে সে আমার বন্ধু, চাই সে আমার থেকে যতদূরেই অবস্থান করুক না কেন। যারা আল্লাহর সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয় আল্লাহ তার দ্বীন ও তার রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় সেই আমাদের শত্রু , তাতে সে আমার যত নিকটেই অবস্থান করুক না কেন। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিম যদি সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলেও বসবাসকরে সে আমার বন্ধু । বিপরিতে আমার ঘরের মাঝেও আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে আমার শত্রু।

এর বিপরিতে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ দাবি করে , যেন ভালোবাসা, শত্রুতা-মিত্রতা আঞ্চলিক সীমান্তরেখায় বন্ধি জাতিকে কেন্দ্র করে হয়। আঞ্চলিকতা,সীমান্ত রেখা ও মানচিত্রের উপরে ভিত্তি করেই ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয়। সে বাংলাদেশি তাই সে আমার ভাই, সে হিন্দুস্তানী বা পাকিস্তানি তাই সে আমার শত্রু। সে পাকিস্তানি মুসলিম বা আরবিয় মুসলিম তাই সে আমার শত্রু! কিন্তু বাংলাদেশী মুশরিক এমনকি নাস্তিক হলেও সে আমার বন্ধু !

অথচ কোরআন বলে- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوا الۡكٰفِرِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ‌ؕ اَتُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَجۡعَلُوۡا لِلّٰهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطٰنًا مُّبِيۡنًا

হে মুমিনগণ! মুসলিমদের ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা কি আল্লাহর কাছে নিজেদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ নিজেদের শাস্তিযোগ্য হওয়া সম্পর্কে) সুস্পষ্ট প্রমাণ দাঁড় করাতে চাও? (সূরা নিসা– ১৪৪) আল্লাহর নির্দেশনা হলো কোনো ঈমানদারা ! না কাফেরদেরকে বন্ধু বানাবে আর না মুনাফিকদের সাথে হাত মিলাবে । কারণ, তারা আল্লাহকে সাথে রাখে না । সুতরাং তাদের সংশ্রব তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হতে বিস্মৃত করে দিবে এবং পার্থিব কামনার প্রতি আসক্ত করবে । কেননা, এক অন্তরে দুটি ভিন্ন স্তরের জিনিস একই সাথে অবস্থান করতে পারে না।

বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব হবে কেবলমাত্র ইমানদার মুসলিমদের সাথেই। যারা বন্ধুত্ব গড়ার মাপকাঠি হিসেবে ইমানকে স্থান দেয়না,আখেরাতকে বাদ দিয়ে পার্থিব স্বার্থে বন্ধুত্বগড়ে আল্লাহ তাদের ইমান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

وَلَوۡ كَانُوۡا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِ مَا اتَّخَذُوۡهُمۡ اَوۡلِيَآءَ وَلٰـكِنَّ كَثِيۡرًا مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ

তারা যদি আল্লাহ, নবী এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান রাখত, তবে তাদেরকে (মূর্তিপূজারীদেরকে) বন্ধু বানাত না। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার হল) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য। (আল মায়িদাহ – ৮১) পরিতাপের বিষয় হলো আজ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের কারণে মুসলিম দাবিকারি ব্যক্তিরাও আল্লাহর চরম

হুশিয়ারি সত্বেও বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার মাপকাঠি বানিয়েছে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করাকে । সম্পর্ক স্থাপনে তারা ইমান কুফরের সীমানাকে ভেঙে ফেলছে।

📖 **সম্মানের মাপকাঠিঃ** প্রচলিত জাতীয়তাবাদের সম্মানের মাপকাঠি সম্পূর্ণ কোরআনের মূলনীতি বিরোধী। প্রচলিত জাতীয়তাবাদে সম্মানের মাপকাঠি হলো আঞ্চলিক সীমারেখায় বসবাস করা । অর্থাৎ সীমান্তের এপারের মানুষটা উত্তম সীমান্তের ওপারে দাঁড়ানো মানুষটার চেয়ে। এভাবে তাওহীদ ও তাকওয়ার উপরে ভিত্তি করে যা নির্ধারিত হওয়ার কথা তা আজ নির্ধারিত হচ্ছে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। বিপরিতে আল্লাহ তাকওয়াকে সম্মানের মাপকাঠি ঘোষণা করেন-

ۭ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُم

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। (সূরা আল হুজরাত,আয়াতঃ ১৩) এ আয়াতে মর্যাদা নির্ধারণের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন কারও মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তার জাতি,বংশ বা দেশ নয়; বরং এর মাপকাঠি হলো তাকওয়া। অথচ আজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উপরে জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

📖 যদি প্রশ্ন করেন বংশ কারো মর্যাদা নির্ধারনের মাপকাঠি নাই হয়, তাহলে আল্লাহ বংশ গোত্র কেন সৃষ্টি করলেন? আল্লাহ এব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন-
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗىِٕلَ لِتَعَارَفُوْٓا

অর্থাৎ হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি, করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার।(সূরা আল হুজরাত,আয়াতঃ১৩)

সমস্ত মানুষ একই পিতা আদম- মাতা হাওয়া থকে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ বিভিন্ন বংশ ও জাতি বানিয়ে দিয়েছেন এজন্য নয় এর দ্বারা একজন অন্যজনের উপরে বড়াই করবে; বরং উদ্দেশ্য কেবল পরিচয়কে সহজ করা, যাতে অসংখ্য মানুষের ভিতর বংশের পরিচয় দ্বারা পরস্পরে পরিচিত হতে পারে। এক কথায় পরিচয় ব্যবস্থাকে সহজ করতেই বংশের সৃষ্টি এর বাহিরে এর কোনো মাহত্য নাই।

📖 আজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উপরে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা আজ মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েগেছে! আজ মুসলিমরা আমি বাঙালি ,আমি আরবি,আমি ইরানি,আমি মিশোরি, আমি তুর্কি,আমি পাকিস্তানি, আমি ভারতি এ ধরনের জাহেলি স্লোগান নিয়ে বেশী গর্ববোধ করছে। আল্লাহর তাওহীদের চেয়ে যার কাছে নিজ জাতী-বংশ, ভৌগলিক অবস্থান বেশী প্রাধান্যপায়! সে কি করে প্রকৃত মুসলিম হতে পারে! বায়হাকির বর্ণনা রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে বর্ণিতঃ: নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)“হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল ‘তাক্বওয়ার’ কারণেই।” (আহমাদ ২৩৪৮৯, শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ৫১৩৭নং : হাদিসের মানঃ সহিহ)

আজ নিজ দেশের পতাকা যার কাছে আল্লাহর কোরআনের চেয়ে বেশী প্রাধান্য পায়, আল্লাহর কালামের পরিবর্তে যার কাছে জাতীয় সংগীত বেশী গুরুত্বপায়, সে অবশ্যই জাহেলিয়্যাতে লিপ্ত শিরকে নিমজ্জিত। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন - ভালোবাসা হবে ইমানের ভিত্তিতে।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

মু’মিনগণ যেন মু’মিনগণ ব্যতীত কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এইরূপ করবে তার সঙ্গে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্ র দিকেই ফিরে যেতে হবে। (আল ইমরান – ২৮)।

অর্থাৎ কোনো মুসলিমের পক্ষে মু’মীন ব্যতীত কারো সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেনা। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আত্মরক্ষার্থে কাফির রাষ্ট্রের সাথে রুটিন সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্ক দ্বারা অবশ্যই কোনো মুসলিম ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারপবেনা।

মুসলিমদেরকে রাসূলুল্লাহ সঃ একটি দেহের ন্যায় বলেছেন । মুসলিমের বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ، وإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ.

সমগ্র মুসলিমগণ একজন মানুষের মত,যার চোখে ব্যাথা হলে গোটা দেহ অস্থির হয়ে পরে,যার মাথাব্যাথা হলে গোটা দেহ অস্থির হয়ে পরে । (মুসলিম,হাঃ ২৫৮৬)

অর্থাৎ পৃথিবীতে বসবাসকারি সমস্ত মুসলিমগণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। কোনো মতবাদ,কোনো সীমান্ত রেখা একজন মুসলিমকে যেন তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আবেগ-অনুভুতি ও ভালোবাসাকে বিন্দুমাত্র কমাতে না পারে। পৃথিবীর কোনো প্রান্তে একজন মুসলিম নির্যাতিত হলে, বিশ্বের সকল মুসলিমকেই সেই ব্যাথা অনুভব করতে হবে। শরীরে কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে তাকে সাড়িয়ে তুলতে যেমন গোটা দেহ তরা অনুভব করে; তেমনি মাজলুম মুসলিমকে বাচানোর তরা গোটা ইসলামি জাতির অনুভব করতে হবে। বিশ্ব নবীর নির্দেশনা হলো এভাবেই ফুটে উঠবে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত চিত্র । ইসলামি জাতিকে হতে হবে এক দেহ এক প্রাণ। **এটাই হলো বিশ্ব নবীর দেয়া ইসলামি জাতির মডেল।**

মুসলিম জাতীর পারস্পরিক ভালোবাসার ভিত্তি কি, এর মানপদন্ড কি? এর মানদন্ড হলো ইমান,এর মানদন্ড হলো তাওহীদ এর মানদন্ড হলো একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। বিপরতে জাতীয়তাবাদের মানদন্ড

হলো নিজ গোত্র,আঞ্চলিক জাতি, নিজ ভুখন্ডের সীমানা বা মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। অথচ আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূল সঃ বলেন

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ " .

জুবাইর ইবনু মুত্ব'ইম (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। যে ব্যক্তি আসাবিয়্যাতের (জাতীয়তাবাদের) দিকে ডাকে বা আসাবিয়্যাতের (জাতীয়তাবাদের) দোহাই দিয়ে আহবান করে লোকদেরকে সমবেত করে সে আমার দলভুক্ত নয়। আর ঐ ব্যক্তিও আমার দলভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাতের ভিত্তিতে যুদ্ধ করে এবং সেও আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আসাবিয়্যাতের(জাতীয়তাবাদের) উপর মারা যায়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১২১)

📖 **পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন- মুসলিম জাতি তোমাদের জাতির পিতা ইব্রাহীম আঃ। ইসলাম বলে গোটা মুসলিম উম্মাহর জাতির পিতা হবে একজন। বিপরিতে জাতীয়তাবাদ বলে প্রতিটি রাষ্ট্র জাতীর পিতা হবে ভিন্ন ভিন্ন** । তাই আজ মুসলিম ভুখন্ডে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রগুলো নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির পিতা নির্ধারণ করে নিয়েছে। আবার একদল কথিত আলেম তার পক্ষে ফতোয়াবাজিও করছে যে, নূতন করে জাতির পিতা বানানোতে সমস্যা নাই। যুক্তি দিয়ে বলে ইব্রাহিম আঃ হলো মুসলিম জাতির পিতা সে হলো উমুক জাতির পিতা তাই সংঘর্ষ নাই। অথচ ইসলাম যেখানে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকেই স্বীকার করেনা সেখানে জাতীর পিতা হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। মুসলিমদের জাতির পিতা কেবলমাত্র ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ।

📖 সাধারণ জাতীয়তাবাদ মানুষের মধ্যে অন্ধ আবেগের সৃষ্টি করে । ইসলাম এ সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারি দিয়েছে । নিজ জাতির লোকদের প্রতি অন্ধ ভক্ত না হয়ে অন্য জাতীর বর্ণের লোকদেরও ইনসাফের চোখে তাকাতে বলে । যদিও " ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন । " তারপরেও অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ভাব দেখাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । রাসূল সঃ এর দরবারে ইয়াহুদি ও মুসলিম বিচার নিয়ে এলে ইনসাফের ভিত্তিতে মহানবি সঃ ইয়াহুদির পক্ষে রায় ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ ইসলামে কোনো অন্ধ আবেগের স্থান নাই।

📖 প্রত্যেক মুসলিম তার প্রতিটি কাজে আল্লাহর কাছে জবাব দিহিতাকে ভয় করে। তাই ইসলামি জাতি শক্তিশালী হলেও অন্যের উপর হামলে পরেনা। বিপরিতে জাতীয়তাবাদ জাতির মধ্যে উগ্রবাদি মনোভাব তৈরী করে । আমেরিকা সহ বর্তমান বিশ্বের আগ্রাসী শক্তিই যার নিকৃষ্ট উদাহরণ। বিশ্বের শক্তিশালি জাতীয়তাবাদি রাষ্ট্রগুলো নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রথমে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ভেঙে টুকরো করেছে, পরবর্তীতে বিভিন্ন কৌশলে তাদের বিভক্তি উস্কে দিয়ে দূর্বল করে রেখেছে অতঃপর সেই দূর্বল শক্তির রাষ্ট্রগুলোকেই নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য করদ রাজ্যে পরিনত করেছে । কেউ প্রতিবাদ করলে তার উপরে সর্বশক্তি নিয়ে হামলে পরছে।

জাতীয়তাবাদীদের পরিনতিঃ

মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনৈক্য সৃষ্টিকারি প্রচলিত জাতীয়তাবাদীদের পরিনতি আখেরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। মুসলিমের হাদিসে রাসূলুল্লাহ সঃ হুশিয়ারি প্রদান করেন-

مَن قُتِلَ تَحْتَ رايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فقِتْلَةٌ جاهِلِيَّةٌ. অর্থাৎ কেউ যদি জাতীয়তাবাদের দিকে আহবান করতে গিয়ে বা জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করতে গিয়ে জাহেলিয়্যাতের পতাকা তলে নিহত হয় তাহলে সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করলো। (সহীহ মুসলিম ১৮৫০, হাদীসের মান সহীহ)

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম হুশিয়ারি দিয়ে বলেন** জাহেলী যুগের ন্যায় জাতীয়তাবাদ তথা গোত্র , বর্ণ , ভাষার ভিত্তিতে সংঘাত বা বিভক্তির আহবান করা থেকে যেন বিরত থাকে। কেউ যদি আসাবিয়্যাত বা জাতিয়তাবাদের আহবান করে, তাহলে তাহলে কিয়ামতে নিজের নাক দিয়ে গোবরের ঘুটি তৈরি কারি গোবরে পোকার থেকেও বেশী লাঞ্চিত হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে সমস্ত সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে (জাতিগত) গর্ব করে, তারা যেন অবশ্যই তারা তা হতে বিরত থাকে। কেননা তারা জাহান্নামের কয়লায় পরিণত হয়েছে। (তারা যদি জাতিগত গৌরব ত্যাগ না করে) তাহলে তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে গোবরে পোকার তুলনায় বেশি অপমানিত হবে, যা নিজের নাক দিয়ে গোবরের ঘুঁটা তৈরী করে। তোমাদের হতে আল্লাহ তা'আলা জাহিলী যুগের গর্ব-অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে আত্মগর্ব প্রকাশ দূরীভূত করেছেন। এখন সে মু'মিন-মুত্তাক্বী অথবা পাপাত্মা–দুরাচার। সমস্ত মানুষ আদম ('আঃ)–এর সন্তান। আর আদম ('আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি হতে। (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩৯৫৫)

ইসলামে জাতির জন্য পতাকার জন্য যুদ্ধ করা সম্পূর্ন হারাম। নিজেদের আঞ্চলিক জাতীয়তাকে রাগ,ক্ষোভ কিংবা সম্পর্ক স্থাপনের মাপকাঠি নির্ধারণ হলো সম্পূর্ণ জাহেলিয়্যাত,প্রকাশ্য কুফর। আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো মাপকাঠি অন্য কোনো মতবাদ , আদর্শ কিংবা পতাকা কোনো কিছুই হতে পারেনা । মাদীনায় আউস ও খাজরাজ গোত্র ছিল জাহেলিয়্যাতের জমানায় তাদের মাঝে শত্রুতা ছিলো,যুদ্ধ ছিলো । ইসলাম এসে তাদের মাঝে একতার বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলো । ইয়াহুদিরা আউস ও খাজরাসের এই একতা সহ্য করতে পারছিলো না , ফলে তারা তাদের সামনে বুয়াসের দিনের কবিতা আবৃতি করতে লাগলো। উল্লেখ্য বুয়াস একটি যুদ্ধের নাম আউস ও খাজরাসের মধ্যে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো। ইয়াহুদিদের উস্কানিতে সাহাবিরা উত্তেজিত হয়েগেলেন একে অন্যকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়েগেলেন, এমনকি হাররার প্রন্তরে যুদ্ধ করতে সিদ্ধান্ত নিলেন! আল্লাহর রাসূলের কাছে একথা পৌছলে তিনি তাৎক্ষনাত ঘটনা স্থলে উপস্থিত হলেন, ডাক দিয়ে বললেন- "أبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وأَنَا بَيْنَ أظْهُرِكُمْ؟

অর্থাৎ আমি তোমাদের মাঝে অবস্থান করছি অথচ তোমরা একে অপরকে জাহেলিয়্যাতের দিকে আহবান করছো !

এর পরে তিনি তিলাওয়াত করলেন

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(তোমরা) আল্লাহর রশিকে (অর্থাৎ তাঁর দীন ও কিতাবকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিভেদ করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখ। একটা সময় ছিল, যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে জুড়ে দিলেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে। আল্লাহ তোমাদেরকে (ইসলামের মাধ্যমে) সেখান থেকে মুক্তি দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথে চলে আস। (সূরা আল-ইমরান,আয়াতঃ ১০৩), তাফসীরে ইবনে কাসীর। **অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পরলেন। দ্বন্দ ফাসাদ ভুলে মিলে মিশে একাকার হয়েগেলেন। আল্লাহু আকবার ।**

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরতে বলা হয়েছে , আল্লাহ কি আকাশ থেকে কোনো রশি ফেলেছেন ? ব্যাপারটা এমন না বরং আল্লাহ এখানে তাওহীদের রজ্জুকে আকড়ে ধরে তাওহীদকে কেন্দ্র করে একত্রিত হতে বলেছেন । ইসলমের ভিত্তিতে পরস্পরকে ভাই-ভাই হতে বলেছেন। এভাবে ইমানের ভিত্তিতে ইসলামের মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মাহ' তথা ইসলামি জাতি এক অপ্রতিরোধ্য মজবুত প্রাচিরে পরিণত হতে হবে। যারা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করবে আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করবে । কোনো জাতীয়তাবাদের জন্য শত্রু মিত্র নির্ধারণ করা যাবেনা। এগুলো জাহেলিয়্যাত । ইসলামকে বাদ দিয়ে শিরক মিশ্রিত জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করা কুফরের নামান্তর।

পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় ধারণা ও আদর্শের ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি , তা মানবতার পক্ষে নিঃসন্দেহে মারাত্মক ক্ষতিকারক। এসব নীতিমালা মানুষকে হিংস্রতা ও পাশবিকতার চরম পর্যায়ে পেছিয়ে দিয়েছে । আদিকাল থেকে নবীগণ মানুষের কল্যাণে যে চেষ্টা করেছেন পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ এই নীতিকে ধুয়ে মুছে দেয় । এই নীতি মানুষকে সংকীর্ণমনা ও হিংসুক করে তোলে , জাতিতে জাতিতে দুশমানীর সূত্রপাত ঘটায় । পাশ্চাত্যের তৈরি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বংশীয় , গোত্রীয় ও ভৌগলিক বৈষম্যের ক্ষুরধার তরবারী দ্বারা , নৈতিক সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয় । **আল্লাহ আমাদেরকে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ থেকে হিফাজত করুন, সকল শিরক ও কুফর থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করুন। আমিন**

বিঃ দ্রঃ আমার লেখা কলাম "ইসলামি সংস্কৃতি ,সভ্যতা ও শিষ্টাচার পড়ুন। সেই প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদের আড়ালে শিরকের ভিতর কিভাবে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং কিভাবে তা থেকে আমরা বেচে থাকতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা হবে । ইংশা আল্লাহ

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের করণীয়ঃ

(আমাদের আলোচনায় যাতে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় তাই এ অংশ টুকু লেখা তার পরেও উস্তাদ ধরে বুঝে নেয়া জরুরী) যে যেই মুসলিম ভুখন্ডে বসবাস করছে নাগরিক হিসেবে অবশ্যই সর্বদা তার কল্যাণ কামনা করবে। কুরআন আমাদেরকে শিখিয়েছে দেশের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে। মুসলিম ভুখন্ডে বসবাসকারি প্রতিটি মুসলিমের তার দেশের প্রতি অনুগত থাকা কর্তব্য। সরকার যতক্ষণ আল্লাহর আইনের বিপরিতে কোনো আইন না করে ততক্ষণ তার আনুগত্য করতে হবে। মুসলিমদের মাঝে ঐক্যের কামনা থাকবে। গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ কামনা করতে হবে। বিশ্বের সকল মুসলিমের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে, এই দেশের মুসলিম প্রিয় কিংবা ঐ দেশের মুসলিম অপ্রিয় এমন ধারণা লালন করা জাহেলি ; ইসলামি জাতীয়তা পরিপন্থি। কখনো একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়ালে তাদের মিমাংসার কামনা করা আম মুসলিমদের কর্তব্য। মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের কর্তব্য শান্তিপূর্ণ আপোস মিমাংসার ব্যবস্থা করা । একান্ত পক্ষ নিতে হলে অবশ্যই

মাজলুমের পক্ষ নেয়া, এটাই কোরআন বর্ণিত মূলনীতি। রাষ্ট্রীয় পতাকা টাঙাতে কোনো দোষ নেই। **এই নীতি বজায় রাখলেই যথেষ্ট ব্যক্তির থেকে পরিবার বড় ,পরিবারের থেকে সমাজ বড় , সমাজের থেকে রাষ্ট্র বড় , রাষ্ট্রের থেকে ইসলাম বড়। ইসলামের থেকে বড় কিছু নাই। আমার প্রথম পরিচয় আমি একজন মুসলিম, দেশ পরিচয়ে আমি একজন বাংলাদেশী নাগরিক আলহামদুলিল্লাহ।** দেশে বসবাস করার কারণে নাগরিক হিসেবে দেশের কল্যাণ কামনা করা দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। ইসলাম যেমন উগ্রতা ও সন্ত্রাসকে সমর্থন করেনা ঠিক তেমনি তাওহীদের সীমানা ভেঙে শিরক ও কুফরে মিশে যাওয়ার মতো শৈথিল্যকেও আশ্রয় দেয়না। ইসলাম ঘোষিত নাজাত প্রাপ্ত দল হলো মধ্যপন্থিরা যাদেরকে আল্লাহ কুরআনে أُمَّةً وَسَطًا বলে উল্লেখ করেছেন। এদলের বৈশিষ্ট হলো তারা আল্লাহর দেয়া ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করে ,এবং আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তারা জমিনে ফাসাদ তৈরি করেনা এবং তাদের কাছে সবার উপরে আল্লাহ,তার রাসূল (সঃ) ও ইসলাম । অন্যায় দেখলে বিরত করার চেষ্টা করে নিজের শক্তি অনুপাতে হাতের দ্বারা বন্ধ করার ক্ষমতা থাকলে হাত দ্বারা বন্ধ করে, হাতের ক্ষমতা না থাকলে জবানি শক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনে মিছিল মিটিং করে প্রতিবাদ করে । সে সক্ষমতাও না থাকলে নিজে যে কোনো মূল্যে ঐ ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকে, অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে। মানসিকভাবে তার বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করে। এটাই হাদীস বর্ণিত নাহি আনিল মুনকারের পদ্ধতি। কিন্তু কেউ যদি নিজের শক্তি পরিমাপ না করে হাদীস বর্ণিত নীতি অনুসরণ না করে নাহি আনিল মুনকার করতে যায়; তাহলে সে হয় চরম পন্থি, না হয় শৈথিল্যের মহামারিতে আক্রান্ত হয় ।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তার বিধান অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন। সকল কুফুরি মতবাদ থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করুন। সকল মুসলিমদের একদেহ এক প্রাণের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ করে দিন। আমিন